আর্থার মিলার রচিত *ডেথ অব এ সেলসম্যান*
মার্কিন স্বপ্নের কূটাভাস ও ব্যক্তির আত্মমর্যাদার বাধ্যবাধকতায় সংঘটিত ট্র্যাজেডি

তানভীর নাহিদ খান *

সারসংক্ষেপ: এই প্রবন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে রচিত, বহুল পঠিত ও মঞ্চায়িত মার্কিন নাটক *ডেথ অব এ সেলসম্যান*। মার্কিন নাট্যকার আর্থার মিলার ১৯৪৯ সালে এটি রচনা করেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যুক্তরাষ্ট্রের একজন সাধারণ ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যানের বিয়োগান্তক পরিণতি এই নাটকে উঠে এসেছে। নাটকের সারাৎসার বিবৃত করে চরিত্রের অণুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং "মার্কিন স্বপ্ন"-এর ধারণা ও ট্র্যাজেডির কেন্দ্রীয় চরিত্রের বাধ্যবাধকতার ভাবনা প্রয়োগ করে এই প্রবন্ধে নিরীক্ষা করা হয়েছে আধুনিক ট্র্যাজেডি হিসেবে *ডেথ অব এ সেলসম্যান* নাটকের মর্মার্থ।

ভূমিকা: নাটকের সারাৎসার

বিংশ শতাব্দীর আধুনিক আমেরিকার নাট্যসাহিত্যে আর্থার মিলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একজন নাট্যকার। পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার সঙ্গে জটিলতাপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তির অভিনব সংশ্লেষের ফলে এক নতুন নাট্যভাষার সূচনা করেন মিলার। আর্থার মিলার রচিত এমনই এক নাটক *ডেথ অব এ সেলসম্যান*।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক অস্থির সময়ের পটভূমিতে ১৯৪০-এর দশকে মুলত নিউইয়র্ক ও খানিকটা বোস্টনের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে এই নাটকের কাহিনী (প্লট) আবর্তিত। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র (প্রোটাগনিস্ট) ৬৩ বছর বয়স্ক উইলি লোমান পেশায় একজন গড়পড়তা ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যান। নিউইয়র্ক থেকে বিভিন্ন রাজ্যে কোম্পানির পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ছুটে যান। ৩৬ বছর ধরে এই কাজ করে গেলেও "আমেরিকান ড্রিম" ধারণা অনুযায়ী জীবনের তুঙ্গস্পর্শী সাফল্য তার কাছে এখনও অধরা। দুই পুত্রের প্রতি তার ত্রুটিপূর্ণ ভালোবাসাও বাস্তব পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণাই প্রদান করেছে। শেষে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে সে পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে। কেননা উইলি ভাবে, তার মৃত্যু হলে বীমার টাকা দ্বারা পরিবার উপকৃত হবে, বিশেষত বড় ছেলে বিফ ব্যবসায় তা বিনিয়োগ করতে পারবে।

* প্রভাষক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নাটকের শুরুতে দেখা যায়, এক রাতে সেলসম্যান উইলি কাজ সেরে ক্লান্ত দেহে বাসায় ফেরে। ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতার এই পেশায় সে শারীরিকভাবে কতটুকু যোগ্য এটি তাকে ভাবায়। উইলির বড় ছেলে বিফ, যে টেক্সাসে খামারে কাজ করত তার ফিরে আসা নিয়ে স্ত্রী লিন্ডার সাথে আলাপচারিতায় উইলি অসন্তোষ প্রকাশ করে। রাতে ঘুমানোর পূর্বে বিফ ও তার ছোট ভাই হ্যাপি, নিজেদের জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে কথা বলে। এদিকে রান্নাঘরে উইলি একা একা কথা বলতে থাকে।

নাটক জুড়েই উইলি ক্ষণে ক্ষণে অতীতে ফিরে যায়। অতীত ও বর্তমানের পার্থক্য সে করতে পারে না। উইলির মানসিক অস্থিরতা ও আত্মহত্যার প্রবণতার কথা লিন্ডা তার দুই ছেলেকে জানায়। বিফ বাবাকে সাহায্য করতে মনস্থির করে। দুই ভাই ব্যবসার পরিকল্পনা করে এবং বিফ টাকা ধার করার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে উইলিও চিন্তা করে, বসকে বলে এক স্টেট (অঙ্গরাজ্য) থেকে অন্য স্টেটে না ঘুরে নিউইয়র্কেই স্থায়ী হতে। কিন্তু কারও পরিকল্পনাই সফল হয় না। উইলি চাকরি থেকে বরখাস্ত হয় এবং বিফ ধার পেতে ব্যর্থ হয়। বন্ধু চার্লি উইলির দুরবস্থায় তাকে চাকরি দেবার প্রস্তাব দেয়। উইলি তা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও কয়েকমাস ধরে সে চার্লির কাছ থেকে ধার নিয়ে চলত।

নাটকের শেষদিকে বিফ অকপটে বাবার কাছে ব্যর্থতা স্বীকার করে এবং আর্জি জানায়, তাকে নিয়ে মিথ্যা স্বপ্ন না দেখার। অবশ্য সে বাবার প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার কথাও প্রকাশ করে। অতঃপর ইনস্যুরেন্স এর টাকা বিফকে পাইয়ে দেয়ার কথা ভেবে উইলি আত্মহত্যা করে।

সাফল্যের ভ্রান্ত ধারণা ও অতীতচারিতা

ডেথ অব এ সেলসম্যান নাটকে উইলি লোমান পরিবার, প্রতিবেশি ও বন্ধুদের নিকট সম্মানিত হতে চায়। এই সম্মান আদায়ের জন্য প্রায়ই মিথ্যার আশ্রয় নেয়। যেহেতু সে একজন সেলসম্যান, তাই সেলসম্যান পেশাটিকেও মর্যাদার সাথে তুলে ধরে। সেলসম্যান হিসেবে বিভিন্ন রাজ্যে, বিভিন্ন শহরে যেমন নিউ ইংল্যান্ড, বোস্টন, প্রভিডেন্স, হার্টফোর্ড, ওয়াটারবারিতে তার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কথা বলে। যেমন নাটকের এক পর্যায়ে উইলিকে বলতে দেখা যায়–

> হ্যাঁরে হ্যাঁ, তুই, হ্যাপি আর আমি, সবকটা শহর তোদের দেখাব। আমেরিকায় অনেক সুন্দর সুন্দর শহর আছে, আর আছে চমৎকার সাদাসিধে সব লোক। নিউ ইংল্যান্ডে দেখবি আমাকে ওরা সবাই চেনে। কী ভালো লোক ওরা! ওখানে গেলে দেখতে পাবি সব কিছু

তৈরি, আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব রয়েছে তো, তোদের কিছু ভাবতে হবে না। আমি নিউ ইংল্যান্ডের যে কোনো রাস্তায় আমার গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি, পুলিশ ওদের নিজের গাড়ির মতো আমার গাড়ির যত্ন নেবে। তাহলে এবার গরম পড়লেই আমরা যাচ্ছি কেমন? (লোহানী অনু:, ২০০৫ : ২৭)

যদিও পুলিশ কর্তৃক তার গাড়ির যত্ন নেবার মতো জনপ্রিয়তা উইলির ছিল না। অন্যদিকে, বিত্তশালী প্রতিবেশী চার্লির কাছ থেকে ধার চাওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা বার্নাডের সাথে দেখা হলে বিফ সম্পর্কে জানতে চাইলে উইলি নিজের মর্যাদা অটুট রাখতে নির্বিচার মিথ্যাচার করে। উইলির বিভিন্ন মিথ্যাচারের সাথে আত্মপ্রতারণার যোগসূত্র স্পষ্ট। চার্লি উইলিকে সপ্তাহে ৫০ ডলারের চাকরিতে নিয়োগের কথা জানায়, কিন্তু উইলি তাতে রাজি হয় না, যদিও ষাটোর্ধ বয়সে বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যানের চাকরির চেয়ে চার্লির চাকরি তার জন্য উপযুক্ত হতো। উইলির রাজি না হওয়ার পেছনে দীর্ঘ ৩৬ বছরের সেলসম্যানের চাকরির মর্যাদাহানী এবং বন্ধুর নিকট চাকরি গ্রহণে আত্মগ্লানি উভয় বিষয় কাজ করেছে। তাছাড়া এর মধ্য দিয়ে বাস্তবতার মুখোমুখি না হওয়ার চেষ্টা তার ভেতর দেখা দেয়। বাস্তবতা থেকে উইলির লুকোচুরির এই প্রবল ইচ্ছা নাটক জুড়ে বারবার দেখা যায়। ফলে সে অতীতের আশ্রয় নেয়। কোম্পানির বস হাওয়ার্ড কর্তৃক বরখাস্ত হওয়ার পর উইলির চৈতন্যে ফিরে আসে ভাই বেন। বেন যেদিন তাকে আলাস্কায় যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল –

বেন : শোনো উইলিয়াম। আমি আলাস্কায় একটা কাঠের বন কিনেছি, একটা লোক দরকার সবকিছু দেখাশোনা করার জন্যে।

উইলি : গড, কাঠ-বন। আমি আর আমার ছেলেরা ওই খোলামেলা জায়গায় বেশ আনন্দে দিন কাটাতে পারব।

[...]

লিন্ডা : কিন্তু তোমার তো- (বেনের প্রতি) এখানে ওর একটা সুন্দর চাকরি রয়েছে।

উইলি : কিন্তু, আলাস্কায় আমি -

লিন্ডা : তুমি এখানেই যথেষ্ট ভালো আছ, উইলি! (লোহানী অনু:, ২০০৫ : ৯৭)

উইলির মনে হয় হয়তো সেদিন আলাস্কায় চলে গেলেই তার জীবনে সফলতা ধরা দিত। এভাবেই তার চৈতন্যে অতীত বারবার ফিরে আসে। এই 'স্ট্রিম অব কনশাসনেস' প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা মেনে নেয়ার অক্ষমতারই প্রকাশ। উইলি যা হতে

চেয়েছে, তা হতে পারেনি। ফলে অতীত ও বর্তমানের ব্যবধান তার নিকট প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে যায়।

এদিকে দুই পুত্রের সামনে যে বাস্তবতা ও নৈতিকতা সে হাজির করেছে, তা নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ। উইলি ব্যবসায় সাফল্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব ও দৈহিক সৌন্দর্যের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। ফলে বিশেষ করে বিফের এই ধারণা জন্মায়, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দিয়েই সে সফল হতে পারবে। ব্যর্থ হলে আদর্শ পিতা-তো আছেই। তাই স্কুলের টার্ম পরীক্ষায় ফেল করার পর বিফ উইলিকে না জানিয়েই তার সাথে দেখা করতে বোস্টন চলে যায়। কিন্তু বোস্টনের হোটেল কক্ষে পিতার সাথে অন্য মহিলাকে দেখে পিতার আদর্শ প্রতিমূর্তি তার নিকট ভেঙে যায়। বিফের তরুণ মন ভীষণভাবে ধাক্কা খায়। ফলশ্রুতিতে টার্ম পরীক্ষায়ও ফের অংশগ্রহণ করতে সে অস্বীকৃতি জানায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়। নিজের প্রিয় ফুটবল জুতো জোড়া ইউনিভারসিটি অব ভার্জিনিয়ায় পুড়িয়ে ফেলে। বিফ আর কখনোই তার লক্ষ্যে মনোযোগ দেয়নি। পিতার প্রতারণা বিফ কখনোই ক্ষমা করেনি। ওদিকে উইলি বড় ছেলে বিফের প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করায় কনিষ্ঠ হ্যাপির অনুভূতি আড়ালেই থেকে যায়। পিতা হিসেবে সন্তানকে নৈতিক শিক্ষা প্রদানেও উইলি ব্যর্থ হয়েছে–

চার্লি : ওই বিল্ডিং থেকে ওরা যদি আর কিছু চুরি করে আনে তাহলে দারোয়ান ওদের পুলিশে ধরিয়ে দিবে।

লিন্ডা : (উইলিকে) ওগো, তুমি ওদের যেতে বারণ করে দাও -

উইলি : গত সপ্তাহে ওরা যে কাঠ নিয়ে এসেছে, সে কী কাঠরে ভাই। অন্তত এক ডজন হবে, আর সে পেল্লায় কাঠ, সবগুলো ছয়-দশ সাইজের, দামও না জানি কত হবে।

চার্লি : শোন, যদি ওই দারোয়ান-

উইলি : আরে, রাখ তোমার দারোয়ান। ওরা দুজন দেবে ঠিক করে- বুঝলে - যা সাহস ওদের (লোহানী অনু:, ২০০৫ : ৫২)

পিতা উইলি নিজেই সন্তানদ্বয়কে চৌর্যবৃত্তিতে উৎসাহিত করছে। একই কারণে বিফ স্কুল থেকে বল চুরি করে আনলেও উইলি কঠোর হয়নি। তাইতো বিফের এই সহজাত চৌর্যবৃত্তি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকে। বিফ অলিভারের নিকট ব্যবসায়ের জন্য টাকা ধার চাইতে গিয়েও দামী ফাউন্টেইন পেন চুরি করে আনে।

অথচ বস্তুবাদী সমাজে সাফল্য জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করে হয় না। উইলির দর্শনে প্রভাবিত হয়ে বিফ নিজের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে আত্মমুগ্ধ হয়ে মেধাকে কাজে লাগাতে ভুলে যায়। ফলে ব্যর্থতা ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া পারিবারিক শিক্ষা সন্তানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। সে দুই পুত্রের কাছে সেলসম্যানের চাকরিকে মহান করে দেখায় এবং সে নিজেও একজন বড় সেলসম্যান ও সফল মানুষ হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা চালায়। উইলি কর্তৃক সন্তানের প্রতি মেধার চর্চা ও বিকাশ, পরিশ্রম এবং অধ্যাবসায়ের কথা আড়ালেই থেকে যায়। অথচ এই ভ্রান্ত প্রতিমূর্তি তৈরি না করে নৈতিকতা ও পড়াশোনার গুরুত্ব যদি বোঝাতে পারত, তাহলে উইলির নিজের ব্যক্তিত্বে অন্য মাত্রা কি যোগ করত না? পরবর্তী সময়ে সন্তানেরা একসময় বুঝতে পারে উইলি তাদের অলীক স্বপ্ন দেখিয়েছে। ফলে পিতার সাথে তাদের দূরত্ব তৈরি হয়।

নিঃশর্ত ভালোবাসা বনাম আবেগের ফাটল

ডেথ অব এ সেলসম্যান নাটকে উইলি ও লিন্ডা সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। নাটকে তারা একে অপরকে ভালবাসে, যদিও তাদের ভালোবাসার প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন। উইলির প্রতি লিন্ডার ভালোবাসা প্রগাঢ়। প্রকৃতপক্ষে লিন্ডার ধৈর্য, বোঝাপড়া ও যত্নের কারণেই উভয়ের দাম্পত্য জীবন শক্তিশালী হয়। উইলির কঠিন সময়ে লিন্ডা বরাবর তাকে উৎসাহ যুগিয়ে যায়। লিন্ডা বাস্তবতা উপলব্ধি করে। আত্মহত্যার চেষ্টা, শেষদিকে কেবল কমিশনে চাকরি, চার্লির নিকট থেকে ধার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় উইলি না বললেও লিন্ডা ঠিক বুঝতে পারে এবং উইলিকে সহযোগিতা করে। তার প্রতি উইলি সদয় আচরণ না করলেও এমনকি অন্য নারীর সাথে সম্পর্কের আভাস পেলেও লিন্ডা বরাবর উইলিকে রক্ষা করতে চায়। লিন্ডার জীবন পরিবারকে ঘিরেই আবির্ভূত। তাই পারিবারিক বন্ধন সে অটুট রাখতে চায়। সন্তানদের নিকট বাবার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের কথাও বলে–

লিন্ডা : যদি বাবার প্রতি তোর কোন দরদ না থাকে বিফ, তাহলে আমার জন্যেও তোর কোন দরদ থাকতে পারে না।

বিফ : নিশ্চয়ই পারে মা!

লিন্ডা : না। এ বাড়িতে তুই শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারবিনে, কারণ আমি তাকেও ভালবাসি। (লোহানী অনুঃ, ২০০৫ : ৩৩)

বিপরীতে লিন্ডার সাথে উইলির সম্পর্ক গড়পড়তা আটপৌরে ও প্রতারণামূলক। বিভিন্ন রাজ্য থেকে ক্লান্ত হয়ে ফেরার পর লিন্ডার সাথে তার কথোপকথনের বড় অংশ জুড়ে থাকে পরিশোধযোগ্য বিল, পাওনা ও খরচ সংক্রান্ত আলাপ।

লিন্ডা : পয়লা তারিখে রেফ্রিজারেটরের জন্যে দিতে হবে ষোল ডলার

উইলি : কেন, ষোল কেন?

লিন্ডা : ফ্যানের বেল্টটা ছিঁড়ে গেছে, ওর জন্য এক ডলার আশি সেন্ট পড়বে।

উইলি : কিন্তু ওটাতো একেবারে নতুন। (লোহানী অনুঃ, ২০০৫ : ৩৩)

অন্যদিকে বোস্টনে এক নারীর সাথে উইলির বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

স্ত্রীলোক : (মৃদু আঘাত করতে থাকে আর হাসতে থাকে) ওহ ওহ তুমি হাসাতে হাসাতে মেরেই ফেলবে, উইলি। (উইলি হঠাৎ স্ত্রীলোকটিকে জড়িয়ে ধরে চুমো খায়) তুমি আমাকে মেরেই ফেলবে। আর শোন। স্টকিংস-এর জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। স্টকিংস আমার ভালো লাগে। আচ্ছা, তাহলে শুভরাত্রি।

উইলি : শুভরাত্রি। আর শোনো, দেহের রন্ধ্রগুলো খুলে রেখো। (লোহানী অনুঃ, ২০০৫ : ৩৭)

এই নারীর সাথে সম্পর্কই একপর্যায়ে বিফ টের পেয়ে যায়। ফলে উইলি-বিফ, পিতা-পুত্রের সম্পর্কের অবনতি হয়, যা উইলির মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে। অবশ্য কোনো পরিস্থিতিতেই উইলির প্রতি লিন্ডার ভালোবাসার কোনো কমতি হয় না। মৃত্যুর পরও তা অব্যাহত থাকে।

ব্যক্তিত্বের দোদুল্যমানতা: বিয়োগান্তক পরিণতির নির্ণায়ক

উইলির কল্পনাশক্তি সদা প্রবহমান। তার ভাষার সক্ষমতা লক্ষণীয় এবং সে ভীষণ আশাবাদী একজন মানুষ। যদিও সেই প্রত্যাশা কখনও কখনও ক্রোধান্বিত উগ্রতার মতো দেখায়। খুব মেধাবী না হলেও উইলি নির্বোধও নয়। তবে সুগভীর কল্পনা ও ভাবনায় নিমজ্জিত থাকলেও তার কাজে সে সেগুলো প্রয়োগ করতে পারে না। উইলি সারাজীবন ধরেই আমেরিকান ড্রিম বাস্তবায়ন করে যেতে চায়। ধনী ও সফল হওয়াই তার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু উইলি বাস্তবতা বুঝতে পারে না। সে যে নিতান্তই সাধারণ একজন মানুষ এবং সফল হবার বিশেষ কোনো গুণ তার নেই, এই সত্য উইলি এড়িয়ে যেতে চায় কিংবা স্বীকার করে না। তাছাড়া তার কথাও অনেক সময় এলোমেলো, বৈপরীত্যমূলক এবং শেক্সপিয়রের ট্র্যাজিক নায়কের মতো দ্বিধান্বিত -

লিন্ডা : সামনের সপ্তাহে ভালো বিক্রি করতে পারবে তুমি।

উইলি : হ্যাঁ, সামনের সপ্তাহে সব ব্যাটাকে দেব কাত করে। হার্টফোর্ডে যাব। হার্টফোর্ডে ওরা আমাকে পছন্দ করে। জান লিন্ডা, আজকাল মুশকিল হয়েছে কী, আজকাল কেউ একটা বড় বেশি আমার কাছে ঘেঁষতেই চায় না। (লোহানী অনুঃ, ২০০৫ : ৩৪)

হার্টফোর্ডের লোকেরা তাকে পছন্দ করে বলার পরমুহূর্তেই বলছে আজকাল কেউ তার কাছে ঘেঁষতেই চায় না। অর্থাৎ এলোমেলো কথোপকথন এবং কথা বলার মাঝেই সে দ্বিধান্বিত। কিংবা দীর্ঘদিন ধরে - অমুক রাজ্য, তমুক শহরের মানুষ তাকে পছন্দ করে বলে বলে অভ্যস্ত উইলি আনমনেই বলে ফেলে, হার্টফোর্ডের লোকেরা তাকে পছন্দ করে। কিন্তু বলার পরই হয়তো মনে পড়ে যায় ইদানীং তার কাছে মানুষজন ঘেঁষতে চায় না কিংবা মুখ ফসকে উইলির বচনে সত্য বেড়িয়ে গেছে। আবার এমনও হতে পারে, উর্বর কল্পনাশক্তি সম্পন্ন উইলির কল্পিত সফল সেলসম্যান উইলি লোমানকে হার্টফোর্ডের মানুষ খুব পছন্দ করে, যদিও বাস্তবের উইলির কাছে হার্টফোর্ডের লোকজন ঘেঁষতে চায় না। উইলির পরস্পর বৈপরীত্যমূলক কথা নাটক জুড়েই দেখা যায়। বিফ অলিভারের সাথে দেখা করতে যাবার আগের রাতে উইলি বলে-

উইলি : বিজনেস স্যুট পরে যাবি, কথা যতটা সম্ভব কম বলবি, আর কোনো রকম ঠাট্টা-তামাশাও নয়।

বিফ : আমাকে ও পছন্দ করে। সবসময় পছন্দ করত।

লিন্ডা : ভালোও বাসতো!

উইলি : (লিন্ডাকে) তুমি চুপ করো তো। (বিফের প্রতি) খুব গাম্ভীর্য বজায় রেখে ঢুকবি। (লোহানী অনুঃ, ২০০৫ : ৭১)

অথচ খানিকক্ষণবাদেই উইলি বলে ওঠে -

উইলি : বেশ হাসিখুশিভাবে ঢুকবি। দু-একটা সুন্দর চুটকি গল্প দিয়ে শুরু করে পরিবেশটাকে বেশ স্বচ্ছন্দ করে নিবি আগে। কী বলছিস তাতে বেশি কিছু আসে যায় না, কেমন করে বলছিস সেটাই সবচেয়ে জরুরি- (লোহানী অনুঃ, ২০০৫ : ৭২)

অর্থাৎ বিল অলিভারের নিকট টাকা ধার নেবার পূর্বের রাতে পিতা উইলি পুত্র বিফকে একবার গাম্ভীর্য বজায় রেখে ঢুকতে বলছে আবার পরক্ষণেই হাসিখুশিভাবে ঢুকতে বলছে। এই বৈপরীত্য, দোদুল্যমানতা ও সিদ্ধান্তহীনতা উইলির বিগত ছয় দশকের জীবনের দোদুল্যমানতা ও সিদ্ধান্তহীনতাকেই প্রতিনিধিত্ব করছে, যা শেষপর্যন্ত তাকে অন্তিম পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

মার্কিন স্বপ্নের কূটাভাস

ডেথ অব এ সেলসম্যান নাটকে উইলি "মার্কিন স্বপ্ন" (আমেরিকান ড্রিম) ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই ধারণা ব্যক্ত করে যে, লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম জরুরি। জেমস ট্রুসলো এডামস, আমেরিকান ড্রিম সম্বন্ধে এপিক অফ আমেরিকা গ্রন্থে বলেন

> "that dream of a land in which life should be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to ability or achievement. It is a difficult dream for the European upper classes to interpret adequately, and to many of us ourselves have grown weary and mistrustful of it. It is not a dream of motor cars and high wages merely, but a dream of social order in which each man and each woman shall be able to attain to the fullest stature of which they are innately capable, and be recognized by others for what they are, regardless of the fortuitous circumstances of birth or position." (Truslow, 1931:214-215)

উইলির পিতা ও ভাই জঙ্গলে গিয়ে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা তাদের স্বপ্ন ধরতে পেরেছে। উইলি সেই অর্জনকে তারিফ করলেও নিজের জীবনে ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেনি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলেও ব্যবসায়ের গুঢ় কৌশল ও নিজের সত্যিকার চাহিদার মর্মার্থ অনুধাবনে নিজেই ব্যর্থ হয়েছে। দুই সন্তান ও স্ত্রীসহ চমৎকার পরিবার উইলি লোমানের। বাড়ি-গাড়ির পাশাপাশি চাকরির উপার্জিত অর্থ দ্বারা বিলসমূহও নিয়মিত পরিশোধ করে সে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে নাটকের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী লোমান পরিবারের "মার্কিন স্বপ্ন"-এর প্রাথমিক শর্ত অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও উইলি সন্তুষ্ট হয়নি। কেননা উইলির আকাঙ্ক্ষা আরও অধিক ছিল। সে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে চেয়েছে এবং সেইসাথে মর্যাদাবানও হতে চেয়েছে। তাছাড়া পিতা ও ভাইয়ের সাফল্যও তাকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু প্রায় তিন যুগ সেলসম্যানের চাকুরী করেও তার স্বপ্ন সত্যি হয়নি। উইলি সফল ব্যবসায়ী হতে চেয়েছিল -

বেন : তুমি কী প্রতিষ্ঠা করছ, কৈ দেখি আমাকে দেখিয়ে দাও। কোথায় সে জিনিস?

উইলি : হ্যাঁ, তাই তো, লিন্ডা, দেখাবার মতো কিছুই তো নেই আমাদের।

লিন্ডা : কেন? সেই যে চুরাশি বছরের লোকটা -

উইলি : হ্যাঁ, বেন, হ্যাঁ ঠিক। আমি যখন তার দিকে তাকাই তখন মনে হয়, আমার কিসের এতো চিন্তা?

বেন : বাহ

উইলি : না বেন, সব সত্যি। সে কী করে জান, যে-কোনো শহরে গিয়ে শুধু ফোন তুলে লোকদের সাথে কথা বলে, ব্যস, তাতেই তার যথেষ্ট উপার্জন হয়- বসে থেকে রোজগার করে নেয়। বুঝতে পারছ কী করে, সে কী করে? (লোহানী অনু:, ২০০৫ : ৯৮)

কিন্তু চুরাশি বছরের সেই ব্যবসায়ীর মতো সফল উইলি হতে পারেনি। আকাঙ্ক্ষিত "মার্কিন স্বপ্ন" তার কাছে অধরাই থেকে যায়। কেননা নাটকে "মার্কিন স্বপ্ন" ধারণাটি দ্ব্যর্থবোধকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার বাইরের অরণ্যে তার পরিবারের সাফল্য লাভের দৃষ্টান্ত খোদ মার্কিন মুলুকে ব্যক্তির অনায়াস সাফল্যলাভের সম্ভাবনাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে নাট্যকার। ফলে সাফল্যের এই "মার্কিন স্বপ্ন" যে কূটাভাসপূর্ণ (প্যারাডক্সিক্যাল)–এই সত্য অনুধাবনে উইলি লোমান ব্যর্থ হয়। দুই সন্তানকেও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যহীন আদর্শের বুলি শিখিয়েছে উইলি। নাটকের শুরুতে আমরা দেখি টেক্সাসের র‍্যাঞ্চের প্রাকৃতিক নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশ থেকে সে ব্যস্ত নিউইয়র্কে ফিরে আসে। বিফের এই ফিরে আসা উইলির কাছে ব্যর্থতা মনে হয়। অন্যদিকে প্রতিবার ঘরে ফেরার পর বিফের কাছেও মনে হয় সে সময়ের অপচয় করছে, কেননা পিতার চাপিয়ে দেয়া স্বপ্ন সে অর্জন করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত উইলির চাপিয়ে দেওয়া ব্যবসায়ের জগৎ থেকে বিফ নিজেকে সন্তর্পণে সরিয়ে নেয়।

ধ্রুপদী ও আধুনিক ট্র্যাজেডির সাদৃশ্যসূত্র: ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ও বাধ্যবাধকতা

বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় উৎপাদিত জীবনবাস্তবতার বিভ্রম ও মায়ায় পরিভ্রমণ করে অবশেষে বাস্তবতারই খেই হারিয়ে ফেলে উইলি লোমান। উইলি বাস্তবতার মুখোমুখি হয় না, কারণ বাস্তব জীবন তার নিকট রুক্ষ, নিষ্ঠুর। বাস্তব জীবনে ৩৬ বছর এক কোম্পানিতে চাকরি করার পরও এক নিমিষেই সে বরখাস্ত হয়। যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময় কোম্পানির পণ্য নিয়ে সমগ্র মার্কিন মুল্লুক পরিভ্রমণ করে ষাটোর্ধ বয়সে এসে নিউইয়র্কে কোম্পানির আশ্রয় লাভ তার হয় না। কোম্পানি তার অতীতের অবদান জানা সত্ত্বেও বর্তমানে কোনো সুবিধা প্রদান করে না। কোম্পানি ব্যবসা দ্বারা মুনাফা অর্জন করে। প্রৌঢ় উইলি এখন আর মুনাফা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাই সে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়। যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময় কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলেও মুনাফালোভী নিষ্ঠুরতার বলী হয় উইলি। উইলি বাস্তবতার মুখোমুখি হতে চায় না, কেননা একই পরিবারের সদস্য হয়েও তার ভাই বেন আমেরিকান ড্রিম অর্জন করেছে, অথচ সে সেখান থেকে যোজন যোজন

দূরে। বিফের ব্যর্থতা এবং বিপরীতে বিফের বন্ধুদের বিশেষ করে বার্নাডের সফলতা উইলিকে বাস্তবকে অস্বীকার করার প্ররোচনা দেয়। তাই বারবার উইলি আশ্রয় খোঁজে অতীতে। উইলি অতীতের সেই মুহূর্তগুলোতে ফিরে যায়, যে মুহূর্তগুলো ছিল তার ও পরিবারের জন্য টার্নিং পয়েন্ট। উইলির অবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্তই তাকে এই অবস্থার মুখোমুখি করে। অন্যদিকে আমেরিকান ড্রিম অনুধাবনে ব্যর্থতাও তাকে পথভ্রষ্ট করে। নিজস্ব বিভ্রম ও বাহ্যিক জাগতিক বাস্তবতার মধ্যকার ক্রমাগত লড়াইয়ে উইলি দুটোর ফারাক প্রায়ই ভুলে যায়। রক্ষণশীল ধারণা ও নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল উইলির আদর্শিক বিভ্রম তাকে সামনে এগিয়ে নেয়নি এবং বিভ্রম থেক বের হয়ে বাস্তবতাও বুঝতে পারেনি উইলি। তাই বন্ধু চার্লি তাকে বলে -

চার্লি : উইলি, তুমি আর কবে বুঝবে যে এসবের কোনো মূল্য ওদের কাছে নেই। তুমি ওর নাম হাওয়ার্ড রেখেছিলে। কিন্তু ও নামটা তো তুমি সামগ্রী হিসেবে বেচতে পার না। আজকাল জগতে কে কতটা বেচতে পারে তারই ওপর সব নির্ভর করছে। তুমি সেলসম্যান, অথচ তুমিই জান না কী করে বেচাকেনা হয় এ দুনিয়ায়।

উইলি : আমি চিরকাল ভেবেছি অন্যরকম। আমি মনে করতাম, মানুষ ভালো ব্যবহার করবে, ব্যক্তিত্ব দিয়ে প্রভাব বিস্তার করবে, বেশ জনপ্রিয় হবে, তাহলেই আর- (লোহানী অনুঃ, ২০০৫ : ১১২)

অবশেষে ক্লান্ত উইলি তার মর্যাদাবান অবস্থা থেকে পতিত হয়ে এবং ট্র্যাজিক পরিণতি বরণ করে আত্মহত্যা করে। এই করুণ আত্মহত্যাজনিত বিয়োগান্তক পরিণতির নেপথ্যে আকাঙ্ক্ষিত ন্যায়সঙ্গত অবস্থান নির্মাণে উইলির ব্যথর্তা এখানে বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

একজন সাধারণ সেলসম্যানের অর্থনৈতিকভাবে বিত্তশালী ও সামাজিকভাবে মর্যাদাবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা– বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়– স্তরবিন্যস্ত সমাজের সাহায্যা ও সহমর্মিতা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তির জীবন-বাস্তবতায়– কিভাবে বিয়োগান্তক পরিণতি ঘনিয়ে তোলে, তা *ডেথ অব এ সেলসম্যান* নাটকে প্রতিফলিত হয়। কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরিণতির সূত্রে একে আধুনিক যুগের ট্র্যাজেডি আখ্যা দেওয়া সঙ্গত। যদিও ধ্রুপদী (ক্লাসিক) ট্র্যাজেডির তুলনায় এই নাটকের ঘটনা-বিন্যাসের ধরন, কাহিনির প্রেক্ষাপট ও চরিত্র-সৃজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মিলারের আধুনিক ট্রাজেডির স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে অনুধাবন করা যেতে

পারে অ্যারিস্টটলের *কাব্যতত্ত্বে* বর্ণিত ট্র্যাজেডি বিষয়ক আলোচনার একটি বিশেষ অংশে দৃষ্টিপাত করে:

> Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions. By 'Language embellished,' I mean language into which rhythm, 'harmony,' and song enter. By 'the several kinds in separate parts,' I mean that some parts are rendered through the medium of verse alone, others again with the aid of song. (Aristotle, 1902:23)

ট্রাজেডির ক্রিয়ার স্বয়ংসম্পূর্ণতা সংজ্ঞায়িত করার পর ট্র্যাজিক চরিত্র সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের মত "Epic poetry agrees with Tragedy in so far as it is an imitation in verse of characters of a higher type." প্রাচীন গ্রিসে ধ্রুপদী যুগের স্কাইলাস-সফোক্লেস প্রমুখ নাট্যকারদের রচিত বিভিন্ন ট্র্যাজেডির দৃষ্টান্তের আলোকে *পোয়েটিক্স* গ্রন্থে অ্যারিস্টটল মহত্তর চরিত্রের অনুকরণের কথা বললেও, মিলারের *ডেথ অব এ সেলসম্যান* নাটকের চরিত্র উইলি নিতান্তই একজন সাধারণ সেলসম্যান। এই চরিত্রের পরিণতি ধ্রুপদী গ্রিক ট্র্যাজেডির কালোত্তীর্ণ চরিত্রগুলোর মতো একান্তই ট্র্যাজিক। এ বিষয়ে আর্থার মিলারের বক্তব্য:

> I believe that the common man is as apt a subject for tragedy in its highest sense as kings were. On the face of it this ought to be obvious in the light of modern psychiatry, which bases its analysis upon classic formulations, such as the Oedipus and Orestes complexes, for instance, which were enacted by royal beings, but which apply to everyone in similar emotional situations. (Miller, 1978:4)

আর্থার মিলার রচিত "ট্র্যাজেডি অ্যান্ড দ্য কমন ম্যান" প্রবন্ধ পর্যালোচনার পর শাহমান মৈশান অবগত করছেন:

> মিলার যেমন বলছেন, আমি মনে করি, এটাই সেই সময়, যখন আমাদের কোনো রাজন্য নেই কিন্তু আমরা আমাদের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম [ট্র্যাজেডির] ধারাটিকে তুলে ধরতে পারি, একে এগিয়ে নিতে পারি একমাত্র সাধারণ মানুষের হৃদয় ও মনমানসিকতা প্রতিফলিত করে আর এতে আমাদের সময়কেও আমরা চিনে নিতে পারবো। [...] আর্থার মিলার একে যেমন বলেন, সেন্স অফ পার্সোনাল ডিগনিটি। (মৈশান, ২০১৮:১৯)

ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধ আধুনিক যুগের ট্র্যাজেডি কিভাবে সংঘটিত করে এ বিষয়ে মিলারের চিন্তার পাঠ হাজির করতে গিয়ে শাহমান মৈশান এই মার্কিন নাট্যকারকে উদ্ধৃত করে আরো বলেন:

> ওরেস্তেস থেকে হ্যামলেট, মিডিয়া থেকে ম্যাকবেথ প্রত্যেকের নিহিত সংগ্রামের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় নিজের সমাজে যথাযথ অবস্থান অর্জন করতে ব্যক্তি প্রাণপণে চেষ্টারত। [...] "তাহলে নিজেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে মূল্যায়নের জন্য ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বাধ্যবাধকতারই ফলাফল হলো ট্র্যাজেডি। (মৈশান, ২০১৮:২০)

উপসংহার

ডেথ অব এ সেলসম্যান নাটকে ধ্রুপদী ট্র্যাজিক চরিত্রের বিপরীতে আধুনিক সময়ের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে গড়পড়তা সাধারণ মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি। ধ্রুপদী গ্রিক ট্র্যাজেডির চরিত্র সফোক্লিসের ঈদিপাসের মতো রাজকীয় পরিবারে মিলার সৃজিত চরিত্র উইলির জন্ম হয়নি। তথাপি ঈদিপাসের মতো উইলি লোমানেরও জীবনে এক প্রাণপন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত আছে ব্যক্তির দায়বদ্ধতার এক বিশেষ দর্শন– আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে "সমাজে যথাযথ অবস্থান অর্জন"। উইলি লোমান একটি বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরাজিত হয়, কিন্তু লড়াই তাকে নায়কে পরিণত করে। কেননা ব্যক্তি মানুষ হিসেবে উইলি ধ্রুপদী যুগের নায়কদের মতোই একই রকমের "বাধ্যবাধকতা" অনুভব করে। কিন্তু আধুনিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা অনিবার্যভাবেই উইলি লোমানদের মতো সাধারণ মানুষের জীবনে "ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বাধ্যবাধকতারই ফলাফল" স্বরূপ ট্র্যাজেডি সংঘটিত করে। কেন্দ্রীয় চরিত্র উইলি লোমানের ব্যক্তিত্বে সাফল্যের ভ্রান্ত ধারণা ও অতীতচারিতা, নিঃশর্ত ভালোবাসা বনাম আবেগের ফাটল, ব্যক্তিত্বের দোদুল্যমানতা এবং "মার্কিন স্বপ্নে"র কূটাভাস প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে আর্থার মিলার *ডেথ অব এ সেলসম্যান* নাটকে ট্র্যাজেডি সংঘটনের এই প্রক্রিয়াকে করেছেন আরো লক্ষ্যভেদী ও মর্মবিদারী।

সহায়কপঞ্জি

মিলার, আর্থার (২০০৫)। *ডেথ অব এ সেলসম্যান*। (ফতেহ লোহানী অনূদিত)। ঢাকা: ফ্রেন্ডস বুক কর্নার, (প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৯)।

মৈশান শাহমান (২০১৮)। বাংলাদেশের সমকালীন থিয়েটারের রাজনৈতিক মানচিত্র : ট্র্যাজেডি পলাশবাড়ী, মেড ইন বাংলাদেশ, ম্যাকাব্রে ও কবর প্রযোজনা পর্যালোচনা। *অগ্রবীজ*, এগারো বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই ২০১৮, পৃ. ১৮-৩৮।

Aristotle, *Poetics.* (1902). London: Macmillan and Co., Limited. (edited & translated by S. H. Butcher)

Miller, Arthur (1978). "Tragedy and the common Man". *The Theatre Essays of Arthur Miller*. New York: Viking Press.

Truslow, James (1931). *The Epic of America*. Boston: Little, Brown and Company.